প্রথম আলো

তারিখ ..13. NOV. 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা

বর্তমান উপাচার্যের মেয়াদে হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক মো. আলী আশরাফের মেয়াদে প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টারের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা হচ্ছে না। পরবর্তী উপাচার্য এলে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে। গতকাল রোববার কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এক সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভর্তি-ইচ্ছুক ৫৪ হাজার ৮০৯ জন শিক্ষার্থী ও তাঁদের অভিভাবকদের হতাশা আরও বাড়ল। ২ ডিসেম্বর বর্তমান উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বেলা ১১টায় উপাচার্যের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এক সভা তাঁর বাংলোতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির বিভিন্ন ইউনিটের প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর উপস্থিত ছিলেন। তবে সভায় বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা কমিটির প্রধান অনুপস্থিত ছিলেন।

দুই ঘণ্টাব্যাপী সভায় কমিটির আট সদস্যের ছয়জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপাচার্য ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব করেন। তখন সভায় অনুপস্থিত বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি কমিটির প্রধান মো. আবু তাহেরকে সভা থেকেই ফোন করেন রেজিস্ট্রার মো. মজিবুর রহমান মজুমদার। তিনি উপাচার্যের ওই প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁকে জানান। আবু তাহের রেজিস্ট্রারকে বলেন, নতুন উপাচার্য এলে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নেওয়া হোক। আগাম তারিখ নির্ধারণ করা ঠিক হবে না। নির্ধারিত সময়ে উপাচার্য পদে লোক না দিলে বারবার তারিখ পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত নয়।

উপাচার্যের ওই প্রস্তাবের সঙ্গে সায় দেননি কমিটির বেশির ভাগ সদস্য। এ অবস্থায় নতুন উপাচার্য আসা পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এর আগে ৬ নভেম্বর কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এক সভায় পূর্বঘোষিত তারিখ স্থগিত করা হয়। চলতি মাসের ১৭ ও ১৮ তারিখ ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টার স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সদস্যসচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. মজিবুর রহমান মজুমদার বলেন, পরবর্তী উপাচার্য এলে ভর্তি পরীক্ষার সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপাচার্যের বাড়তি ভাতা নেওয়া, শিক্ষকদের ওপর হামলার বিচার, প্রক্টরের পদত্যাগসহ ১৪ দফা দাবি জানিয়ে গত ১৫ অক্টোবর উপাচার্যকে স্মারকলিপি দেয় শিক্ষক সমিতি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই দাবি পূরণ না হওয়ায় ১৬ অক্টোবর থেকে উপাচার্য অধ্যাপক মো. আলী আশরাফ প্রশাসনিক ভবনে তাঁর দপ্তরে যেতে পারছেন না। শিক্ষক সমিতি তাঁর দপ্তরে তালা দিয়ে রেখেছে। এরপর থেকে ২৮ দিন ধরে উপাচার্য বাংলোতে বসেই দাপ্তরিক কাজ করছেন।